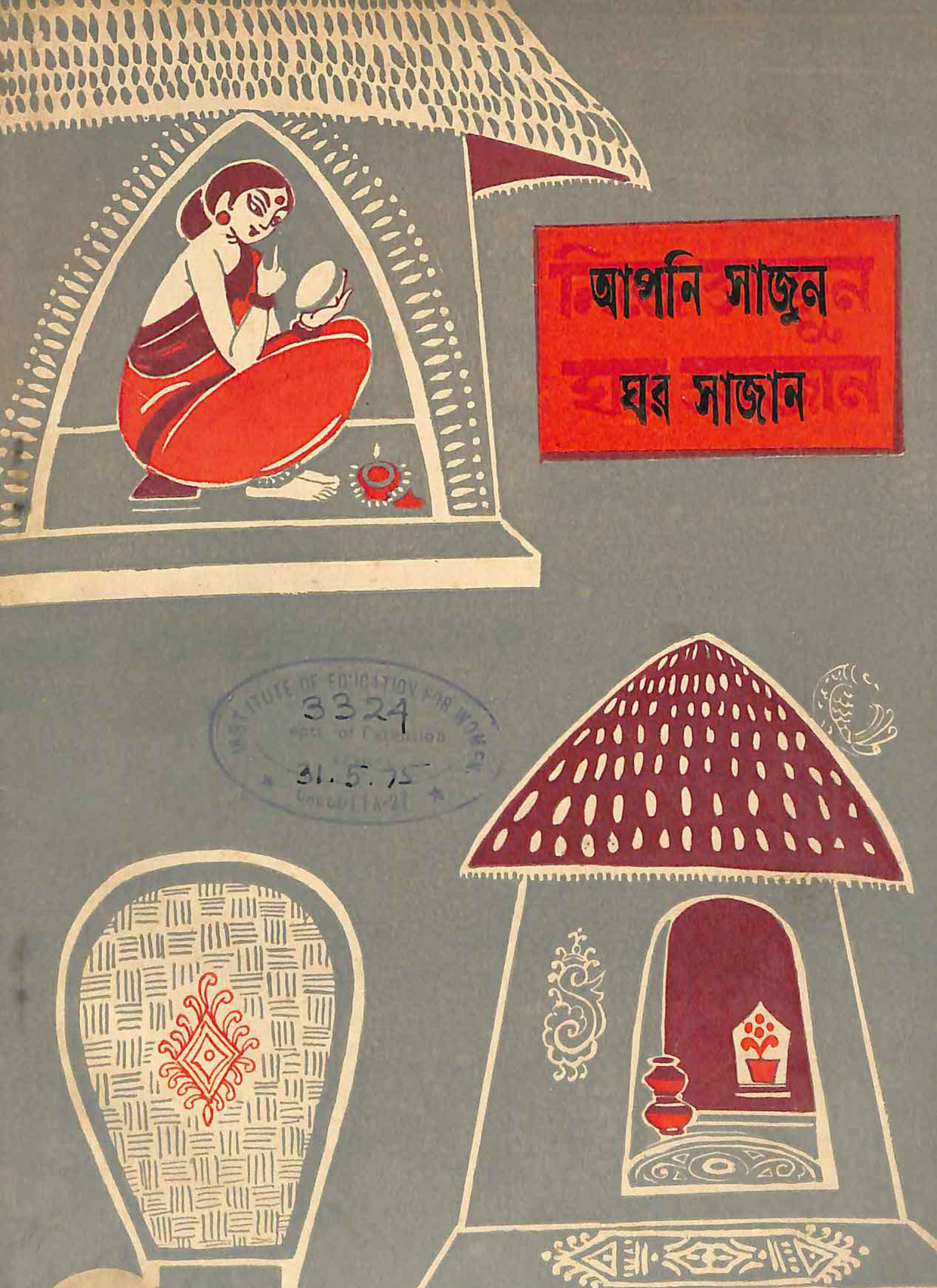


আপনি সাজুন ঘর সাজান

বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ

আপনি সাজুন ঘর সাজান

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৭২

প্রকাশক :
বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলি-৯
ফোন : ৩৫-৩১৫৯

মুদ্রণ :
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩. রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র :
কলাবতী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

মূল্য : এক টাকা পঁচিশ পয়সা

ভূমিকা

আমাদের দেশে এখনো শতকরা ত্রিশজন মাত্র সাক্ষর। যাঁরা নিরক্ষর তাঁদের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী ও মেয়ে এঁরাই সংখ্যাধিক। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে কোন পরিকল্পনা সফল করতে গেলে এই চারটি গোষ্ঠীর কথা বিশেষভাবে ভেবে প্রাইমার ও পরবর্তী পর্যায়ের বই রচনা করা দরকার। তা না হলে রচিত বই ও জীবনের সঙ্গে কোন যোগসূত্র স্থাপন করা যায় না। এই যোগসূত্র স্থাপন না করলে নিরক্ষরদের সাক্ষর হবার আগ্রহ বা তাগিদ থাকে না।

কয়বছর আগে বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে 'কৃষক সাক্ষরতা' বার করে এবং তা বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করে।

এবার ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আর্থিক সাহায্যে নিরক্ষর মেয়েদের জন্য প্রাইমার ও তার পরবর্তী বই বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ রচনা করছে। মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত এই ধরণের বই আর কোথাও রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বাংলা ভাষায় স্বল্পসাক্ষরদের জন্য বই রচনাতে যাঁরা বিশেষ ভাবে দক্ষ তাঁদের সহায়তায় এই সব বই প্রস্তুত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাই 'বিজ্ঞান ভিক্ষু' শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে, যিনি নিঃসন্দেহে এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ও অগ্রগণ্য।

এরপর আমাদের পরিকল্পনা আছে নিরক্ষর শ্রমিকদের প্রাইমার ও পরবর্তী বই রচনা করার।

সত্যেন মৈত্র
সাধারণ সম্পাদক
বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
কলিকাতা-৯

ঃ সূচীপত্র ঃ

আপনি সাজুন ঘর সাজান

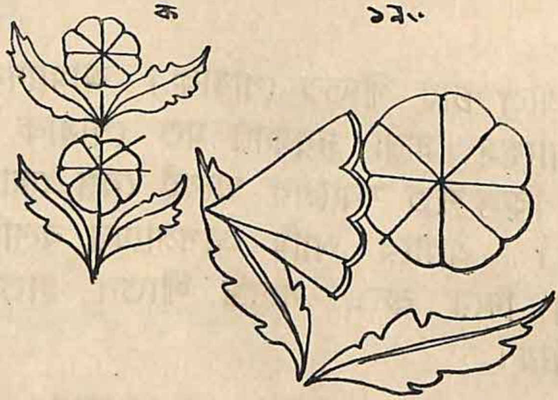
এ্যাপ্লিকের গরম জামা ও চাদর

শীত এলে চাই শীতের পোষাক। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা দরকার মত পোষাক কিনতে পারেন না। কিন্তু শীত সকলের গায়েই বেশ জোর করে জেঁকে বসে। এবারে আমি আপনাদের বলছি, কত অল্প জিনিষ দিয়ে কত সহজে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

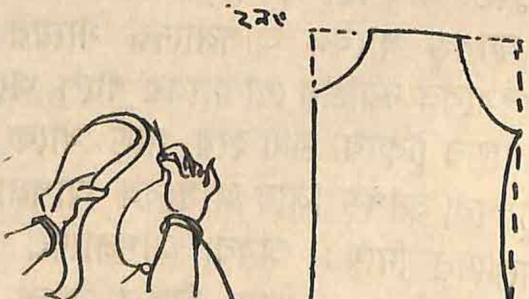
এখন বলব গায়ের চাদর আর জামার কথা। ঐ জামা তৈরী করতে লাগবে একটু শক্ত ধরনের পুরনো কাপড়। কিছু রঙ্গিন সুতো আর ছিট কাপড়ের ছোট ছোট টুকরো। এই টুকরো কাপড় পাবেন আপনাদের গাঁয়ের বাজারের দোকানে। দেখবেন দরজির দোকানের পাশে অনেক ছোট ছোট ছাঁট কাপড়ের টুকরো জমা হয়ে পড়ে থাকে। সেখান থেকে কিছু টুকরো কাপড় নিয়ে আসবেন আপনাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে। অথবা আপনাদের যদি কোন রঙ্গিন একটু ভালো পুরনো জামা ইজের থাকে তবে সেই কাপড় দিয়েও হতে পারে।

প্রথমে সাদা পুরনো কাপড়টি চার ভাঁজ করে নিন। তারপর চারপাশ মুড়ে সেলাই করুন। এবার ঐ যে রঙ্গিন

টুকরো কাপড় এনেছেন, ঐ কাপড়গুলো একটি একটি করে নিয়ে পাশের এক নম্বর ছবির মত ফুলের মত নক্সা অনুযায়ী কেটে রাখুন। ফুলগুলোর কাপড় লাল হলে ভালো হয়। ফুলগুলি কাটা হলে পাতাগুলিও কেটে রাখুন, পাতা সবুজ হবে। ফুল কাটবেন বারটি আর পাতা কাটবেন চব্বিশটি। এবার ঐ লম্বা করে ভাঁজ করা সেলাই করা সাদা

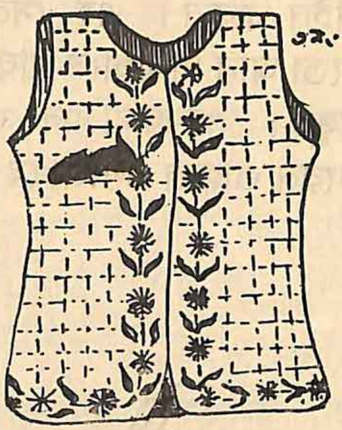


কাপড়টিতে কালো সুতো দিয়ে চোকো সেলাই দিন। এক নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত করে। তারপর দু নম্বর ছবির



মত কাপড়টি চার ভাঁজ করুন। এবার দু' নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত একটি পেনসিল দিয়ে গলা, হাতা আর পাশে দাগ দিন। একটি কাঁচি দিয়ে ঐ পেনসিলের দাগে দাগে

কেটে ফেলুন। এরপর দু নম্বর ছবির 'খ'য়ের মত গলা হাতা একটি সরু কাপড় দিয়ে জুড়ে সেলাই করুন। দুপাশও জুড়ে সেলাই করুন। বুকের দু পাশ ও দু টুকরো সরু কাপড় দিয়ে সেলাই করুন। সব সেলাই হয়ে গেলে ঐ ফুলের মত করে কাটা কাপড়গুলি তিন নম্বর ছবির নক্সা অনুযায়ী বসিয়ে ধারে ধারে সেলাই করুন। তিন নম্বর ছবির 'ক'য়ের ফুলে কেমন করে সেলাই দিতে হবে দেখানো হল।



এমনি করে জামার তলার দিকে এবং বুকের দিকে বোতামের কাছে ঐ কাপড়ের ফুল, পাতাগুলি সেলাই করে বসিয়ে দিন। এই জামাগুলি আপনাদের ছেলেমেয়েদের পরালে দেখতে খুব সুন্দর হবে এবং ওরা শীতের হাত থেকে বাঁচবে।

এবার বলছি, আপনাদের গায়ের চাদরের কথা। এতেও ঐ আগের মত একটু শক্ত মত পুরনো কাপড় আর ছোট ছোট টুকরো কাপড় দরকার। তবে সাদা কাপড়ের বদলে এতে চাই রঙ্গিন কাপড়। কাপড়টি সাড়ে তিন হাত লম্বা আর দু হাত চওড়া মত আন্দাজে চার ভাঁজ করে সেলাই করে ফেলুন। তারপর মাঝখানে একটি বড় করে ফুলের নক্সা করুন। দুদিকে দুটো পাতার রেখা দিন। এবার ঐ টুকরো কাপড়ে চাদরের নক্সা অনুযায়ী ফুল কাটুন, পাতা কাটুন। কাটা হয়ে গেলে চাদরের নক্সার ওপরে কালো সুতো দিয়ে ফুলের চারপাশ সেলাই করে বসিয়ে দিন।

জামার ওপর যেমন করে বসাতে হয় তেমনি করে বসাবেন। তারপর চাদরের চারপাশে চেন সেলাই দিয়ে তিনটি সারি লাইন করুন। এই সেলাইগুলির দুপাশে থাকবে কালো সুতো আর মাঝখানে থাকবে লাল সুতো। চার নম্বর ছবি দেখুন। এই জামা এবং গায়ের চাদর যদি একটু যত্ন নিয়ে করেন তাহলে এগুলো যে পুরনো ফেলে দেওয়া জিনিষ দিয়ে



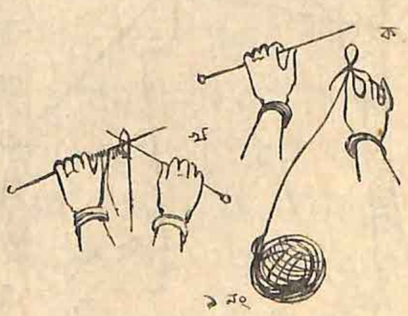
তৈরী করা হয়েছে একথা একটুও বোঝা যাবে না। এগুলো পরে আপনি যে কোন উৎসব বাড়ী যেতে পারবেন। যেমন ধরুন বিয়ে, পূজো, ভাত ইত্যাদি উৎসব বাড়ীতে যেতে পারবেন।

কাপাস তুলোর বোনা কোট

কাপাস তুলোর কোট। শীতের সময়ে যে শুধু ছোট ছেলে-মেয়েরাই শীতে কষ্ট পায়, তা নয়। বড়রাও শীতে কষ্ট পান। ছোটদের দোলাই, জামা ইত্যাদি তৈরীর কথা আপনাদের বলেছি। কিন্তু বড়রা তো আর দোলাই গায়ে দিয়ে বেড়াতে পারেন না। তাই এবার বড়দের জন্যে তুলোর বোনা কোট তৈরীর নিয়ম বলছি।

আপনারা যখন গাঁয়ে বাস করেন তখন কাপাস গাছ চেনেন নিশ্চয়ই ? এবং অনেকেই হয়ত কাপাস তুলোর চাষও করেন। এই কাপাস তুলো জোগাড় করুন আধ কিলো। একটি তক্‌লি নিয়ে বেশ মোটা করে সুতো তৈরী করে গোল বল পাকিয়ে রাখুন। সাইকেলের চাকার শিক জোগাড় করুন। দুটি শিকে যদি মরচে পড়ে তবে কেরাসিন তেলে ডুবিয়ে নিয়ে একটি ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ঘসে ঘসে মরচে তুলে ফেলুন। তা না হলে মরচে থাকলে কোট বুন্‌তে কষ্ট হবে।

যাক এবার শুনুন, কেমন করে কোট বোনা সুরু করবেন। দুটি কাঠির একটিতে, আপনার তক্‌লিতে কাটা সুতো দিয়ে একটি ফাঁস তুলুন। এক নম্বর ছবি দেখুন। তারপর ঐ ফাঁসের



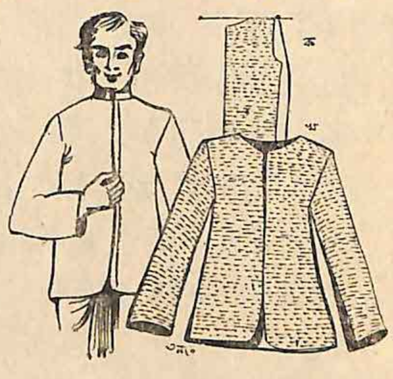
ভিতর আর একটি কাঠি ঢুকিয়ে তাতে স্থতো জড়ান, এবার ঐ ফাঁসের মধ্য দিয়ে পেঁচানো স্থতোটি টেনে বের করে আন্থন। এবার ঐ প্রথম কাঠিতে ভরে দিন, এক নম্বর ছবির 'ক' দেখুন।

এমনি করে একটির পর একটি ঘর তুলুন। ঘর তুলে গুণে দেখুন একশো পঞ্চাশ ঘর হয়েছে কি না। একশো পঞ্চাশ ঘর তোলা হয়ে গেলে বুনতে থাকুন। ঘর তুলে প্রথম কাঠিতে না তুলে দ্বিতীয় কাঠিতে বুনে তুলুন। এমনি করে বুনতে বুনতে যখন এক হাতের মত হবে তখন ঘর ফেলতে আরম্ভ করুন। কেমন করে ঘর ফেলতে হয় বলছি শুনুন। দু'নম্বর ছবি দেখুন—আগে দুটি ঘর প্রথম কাঁটা থেকে দ্বিতীয় কাটায় তুলুন। যেমন করে বুনে চলেছেন তেমনি করে আর কি। এবার পিছনের ঘরটি সামনের ঘরটিকে ডিঙিয়ে ফেলে দিন। এমনি করে এক সাথে চৌদ্দটি ঘর ফেলে দিন। এতো গেলো ডান দিকের বগলের কাট। এবার



ঐ কাটার বাঁকি ঘরগুলো বুনে, প্রথম কাঁটা থেকে দ্বিতীয় কাঁটায় তুলে নেবার পরে, দ্বিতীয় কাঁটায় ঐ ডানদিকের মত করে বাঁ বগলের চৌদ্দটি ঘর ফেলে দিন। আবার বাকী ঘরগুলো বুনে নিন। এরপর প্রতি কাঁটায় একটি করে ঘর ফেলুন। পরপর তিনটি করে দুদিকে ছয়টি ঘর ফেলে দিন। এবার সমান ভাবে এক বিঘৎ মত লম্বা বুনে চলুন। তারপর ঘর বন্ধ করে দিন। যেমন

করে বগলের ঘর ফেলেছেন তেমনি করে ঘর বন্ধ করতে হবে। এটা হলো কোটের পিছনের পিঠ। এবার সামনের দিক বুন্‌তে হবে। প্রথমে পঁচাত্তরটি ঘর তুলুন। পিঠের দিকে যেমন করে বুনে গেছেন ঠিক তেমনি করে বুনে চলুন। এক হাত বোনা হয়ে গেলে ডানদিকের প্রথমে আগের মত করে চোদ্দটি ঘর বন্ধ করে দিন। আবার যখন ডান দিকে ঘুরে আসবেন তখন একটি ঘর ফেলবেন। প্রতি কাঁটায় একটি করে ঘর ফেলবেন—একদিকে তিনটি করে ঘর ফেলবেন তিন নম্বর ছবির মত করে। এক বিঘৎ মত বুনতে হবে, পরের বারে গলার দিকে একটি করে পর পর তিনটি ঘর বন্ধ করে দেবেন। এবার একটি বুনে বাকী ঘরগুলো বন্ধ করে দিন। এটা হলো ডান পাশ। এবার বাঁ



পাশের জন্যে আবার পঁচাত্তর ঘর তুলুন। ডান পাশের মত বাঁ পাশটা বুনে ফেলুন। তিনদিক বোনা হয়ে গেলে, মানে পিঠ আর সামনের ডান পাশ এবং বাঁ পাশ বোনা হয়ে গেলে কোটের হাতা বুনতে আরম্ভ করুন। হাতার জন্যে একশো ঘর তুলুন। এক হাত বোনা হয়ে গেলে প্রথম কাঁটা বুনতে আরম্ভ করার সময়ে একটি ঘরে ঘর বাড়বে এমনি করে দশটি ঘর বাড়াবেন। যাঁর গায়ের জন্যে কোট বুনছেন তাঁর হাতের মাপের ঝুল ঠিক হলে ঘর বন্ধ করে দেবেন। এমনি করে দুটো হাতই বুনে নিন। সব বোনা হয়ে গেলে সুচ সুতো দিয়ে হাতা, কাঁধ ও দুপাশ জুড়ে দিন, তিন নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত। দেখুন কেমন

চমৎকার একটি কোট হয়েছে। এই কোট পরে পুরুষেরা বিয়ে বাড়ী, কুটুম বাড়ী, কাজের বাড়ীও যেতে পারেন। আবার ঘরেও পরে শীতের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। আপনারা যদি সারা বছর ধরে অবসর সময়ে এগুলো বুনতে থাকেন তবে শীতের সময়ে দেখবেন অনেকগুলি কোট বুনে ফেলেছেন। এগুলো যদি বিক্রী করেন তাহলে বেশ কিছু পয়সাও রোজগার করতে পারেন।



ফুল তোলা শাড়ী

অনেক সময়ে কোন কুটুম বাড়ী যেতে হলে চিন্তায় পড়তে হয়। কারণ, কি পরে যাবো ? কুটুম বাড়ীতে তো আর আটপৌরে শাড়ী পরে যাওয়া যায় না। অথচ ভালো শাড়ী সব সময়ে কেনা যায় না। আর সাধারণ গেরসত ঘরে ভালো শাড়ী বাক্সে তুলে রাখা সহজ নয়। এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন, যদি আপনারা একটু খাটতে পারেন। মানে, একটু কষ্ট করে সেলাই শিখতে পারেন। সেলাই মানে সুচের ফুল তোলার কাজ। এর আগে আমি আপনাদের অনেক সেলাইয়ের কথা বলেছি। আজ আমি আপনাদের শাড়ী তৈরী করার কথা বলবো। ধরুন একটি শাড়ী কেনার কথা বললেন আপনার বাড়ীর কর্তাকে। আপনার কর্তা দোকানে গিয়ে একটি শাড়ী দর করলেন—কিন্তু যা দাম হাঁকলো দোকানী সে দাম দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

অথচ একটি ভালো শাড়ী না কিনলে আপনার মান থাকে না। তখন আপনি কি করবেন ? কর্তাকে বলবেন, শাড়ী বহরের কোরা মার্কিন থান পাঁচ গজ কিনে আনতে। সেই কোরা মার্কিন কাপড়টি বেশ ভালো করে কোরা উঠিয়ে কাচিয়ে আনবেন সাঁজোর কাছ থেকে। আপনাদের বাড়ীতে পুরনো ছেঁড়া কাপড়ের পাড় আছে নিশ্চয়ই ? সেই পাড়, আর কয়েকটি রংয়ের জোগাড় করুন।

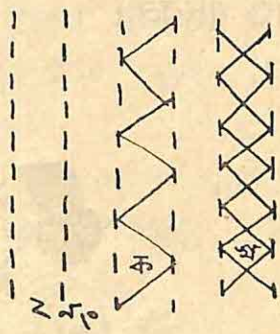
এবার প্রথমে ধোয়া কাপড়টির দু'ধারে, এক নম্বর ছবির নক্সাটি এঁকে নিন। নিজে আঁকতে না পারলে ঐ ছবিটির পিছনে পেন্সিল ঘষে নিয়ে কাপড়টির ওপর রাখুন। তারপর নক্সার দাগে দাগে পেন্সিল জোরে চেপে ধরে বুলিয়ে যান। দেখবেন কাপড়ের ওপর নক্সাটির ছাপ পড়েছে। এবার ঐ নক্সা অনুযায়ী সেলাই করে যান। প্রথমে লম্বা লাইন দুটো কালো সুতো দিয়ে কাঁথা সেলাইয়ের মত রাণ সেলাই করে যান। দুই নম্বর

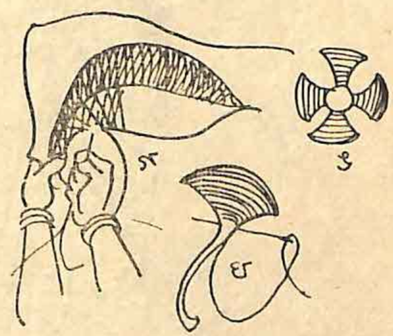


১নং

ছবি দেখুন। রাণ সেলাই হয়ে গেলে লাল রংয়ের সুতো সুচে ভরে আগের সেলাই করা লাইন দুটির মধ্যে কোনাকুজি গলিয়ে গলিয়ে নিয়ে চলুন—দুই নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত। এবার হলুদ সুতো সুচে ভরে নিন। আগের লাল সুতোর মতো বিপরীত দিক থেকে কোনা-কুনি করে গলিয়ে যান। বরফির মত থোপ হয়েছে—দুই নম্বর ছবির 'খ' দেখুন। এবার তলার লাইন দুটো ঠিক আগের মত দুটি লাইনে কালো সুতো দিয়ে কাঁথার সেলাই দিন। তারপর লাল হলুদ সুতো দিয়ে গলিয়ে

বরফির মত করুন। এ দুটি লাইন হলো পাড়ের বর্ডার। এবার ভেতরের নক্সা করতে হবে। সবুজ রংয়ের সুতো দিয়ে পাতাটি করতে হবে। এতে ডাল সেলাই করতে হবে। কেমন করে করতে হবে? কেমন করে করতে হবে বলছি। প্রথমে বাঁ দিকের পাতার রেখার ওপর একটি ফোঁড় তুলুন—দু'নম্বর ছবির 'গ' দেখুন। তারপর ডান দিকে একটি ফোঁড় তুলতে হবে। দেখবেন সুতোটি কাটাকাটি হয়ে পড়ছে—সেলাইয়ের ফোঁড় তুলবেন খুব ছোট ছোট আর জমাট করে। এবার ধরুন ফুল। বেগুণ ফুল রংয়ের সুতো নিন। ফুলের নক্সাটি সেলাই করুন। এই ফুলের সেলাইটি হবে ডবল ফোঁড়। দু'নম্বর ছবির 'ঘ' দেখুন—প্রথমে ফুলের একটি পাঁপড়ীতে ফোঁড় তুলুন। এই ফোঁড়টি তলা থেকে ঘুরিয়ে ওপরে তুলুন। এমনি করে একটি পাঁপড়ী সেলাই করুন। কাপড়ের দুই দিকের পাড় সেলাই হয়ে গেলে দেখবেন এটা যে কোরা মারকিন কাপড় তা মনে হচ্ছে না। দেখে মনে হবে বেশ দামী শাড়ী। এই শাড়ী পরে আপনি যদি কুটুম বাড়ী, অথবা বিয়ে, ভাত ইত্যাদি বাড়ীতে নেমনতন্ন খেতে যান তাহলে সকলে আপনার শাড়ীর খুব তারিফ করবে।





এবং আপনি নিজ তৈরী করেছেন শুনে আপনার প্রশংসা করবে। শুধু পাড় ছাড়াও আপনাদের পছন্দ মত কাপড়ের ভেতরেও ফুল তুলতে পারেন। ভেতরের জন্যে একটি নক্সা দিলাম। ঐ নক্সার ছাপ তুলে বেগুনি রংয়ের আর সবুজ রংয়ের স্থতো দিয়ে সেলাই করবেন। গিন্নীবান্নীরা শুধু পাড়ের নক্সা করা শাড়ী পরবেন আর অল্প বয়েসের বৌমেয়েরা সারা শাড়ীতে ফুল তোলা কাপড় পরতে পারেন।

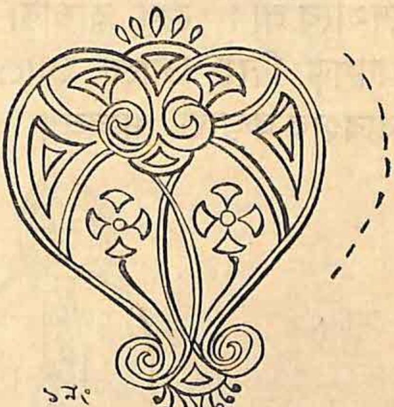


ফুলওয়ালা দোলাই

শীত এসে গেলো। এখন সকলের চাই শীতের গরম পোষাক। কিন্তু চাই বললেই তো আর পাওয়া যায় না। সংসারের নানা রকম দরকারি জিনিসের চাহিদা মেটাতেই হয়রান হতে হয়, তারপর শীতের পোষাক! অনেকেই বলবেন,—কোথায় পাবো?

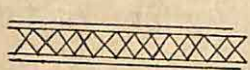
কথাটা ঠিক—গাঁয়ের সাধারণ চাষী কর্তারা গিন্নীকে বলবেন—তোমাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করতেই আমরা উদয়-অস্ত পরিশ্রম করছি এর ওপর আবার ওসব বায়না করোনা।

কর্তারা বলে তো কাজে বেরিয়ে যেতে পারেন,—কিন্তু গিন্নীরা ছেলে-মেয়েরা যখন শীতে কাঁপতে কাঁপতে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। হয়ত পুরনো কাপড় ভাঁজ করে দোলাই বেঁধে দিলেন ছেলে-মেয়েদের গায়। খুব ভালো করেন মায়েরা, কারণ এই দোলাই যদিও গরম কাপড়ের নয় তবুও এতে বেশ ভালো শীত মানায়। কিন্তু এগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে না। আমি আজ আপনাদের বলতে চাই যে ঐ পুরনো কাপড়ের দোলাইটা একটু যত্ন করে তৈরী করলে দেখতে বেশ সুন্দর হয় আর শীতের পক্ষে খুব উপযোগী—পুরনো কাপড় দুভাঁজ করে ভাঁজ করুন। একটু লম্বাটে করে ভাঁজ করবেন। মাঝখানে ১নং ছবির মত নক্সাটা পেন্সিলের

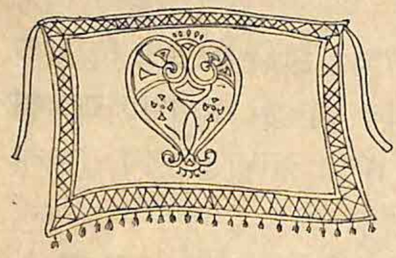


১নং

দাগ দিয়ে আঁকুন তারপর রঙ মিলিয়ে পাড়ের স্থতো দিয়ে সেলাই করুন। মাঝখানের নক্সা হয়ে গেলে ধারে লাল আর কালো স্থতো দিয়ে মাছের কাটা ফোড় দিয়ে সেলাই করুন। এবারে ওপর দিকের দুকোণে দুটো পাড় ফিতের মত সেলাই করে দিন। ২নং ছবি দেখুন। সবুজ রেশমের পাড়ের স্থতো দিয়ে ঝুম্‌কো তৈরী করুন। ঝুমকো হয়ে গেলে এক আঙ্গুল দূরে দূরে বসিয়ে যান।



২নং



এই দোলাই বেঁধে বাচ্চারা বাইরে বেড়াতে গেলেও খারাপ দেখাবে না। শুধু বাচ্চারা কেন, মা বোয়েরাও এই পুরোনো কাপড় দিয়ে ভালো ভালো নক্সা তুলে চাদর তৈরী করে ব্যবহার করতে পারেন।

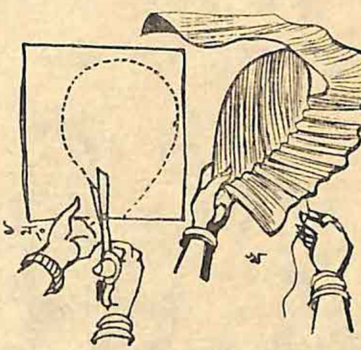


৩নং

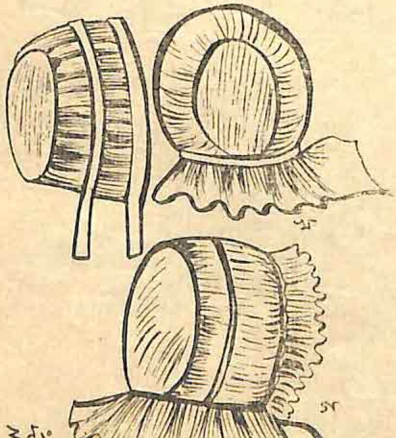
কাপড়ের টুপি

এবারে আপনাদের বলছি,—বাচ্চাদের মাথার কাপড়ের টুপির কথা। এই টুপি করতে জিনিস লাগবে কয়েক টুকরো আধা পুরনো কাপড়।

প্রথমে যে বাচ্চার মাথার টুপি হবে তার মাপ নিন। তারপর প্রথমে গোল করে একটুকরো কাপড় কাটুন ছবির মত। এবার এক বিঘৎ আন্দাজ চওড়া আর এক হাত লম্বা কাপড় নিন। ১নং ছবির খয়ের মত ঐ কাপড়টা গোল চাক্তির সঙ্গে সেলাই করে জুড়ে দিন। মাঝে মাঝে



একটা একটা ভাঁজ দিন। কাপড়টা বসানো হয়ে গেলে লাল সরু পাড় ওপর দিকে ফিতের মত করে বসান।



২নং ছবি দেখুন। আবার চার আঙুল চওড়া এক হাত লম্বা কাপড় আলাদা একটি কাপড় ধার মুড়ে সেলাই করুন। এবার টুপির ঘাড়ের দিকে ঘন ঘন কুঁচি দিয়ে বসান—২নং ছবির 'খ'য়ের মত করে। তারপর আর একটি দু-আঙুল আন্দাজ

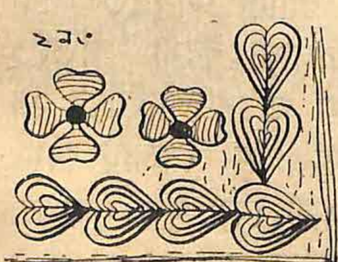
চওড়া এক হাত লম্বা কাপড় ধার মুড়ে সেলাই করুন। ঐ কাপড় সামনের দিকে কুঁচি দিয়ে বসান। ২নং ছবি 'গ'য়ের মত। দুটো সরু পাড় ফিতের মত সেলাই করে সামনের দু-ধারে বসিয়ে নিন। এই ফিতে দুটো লাল হলে ভালো হয়। নক্সা করা দোলাই আর এই টুপি পরলে ছেলে মেয়েদের মাথায় ও গায়ে সকাল বিকেলের হিম লাগার ভয় থাকবে না এবং দেখতে সুন্দর লাগবে।



কাঁথায় ফুল পাতার নক্সা

কাঁথা! আমাদের মানে বাংলা দেশের মেয়েদের একটি গরবের জিনিস এই কাঁথা। কাঁথাকে নিয়ে অনেক গল্প গাথা আছে। আগের দিনে কাঁথার কাজ,—মানে নক্সা দেখে লোকে বুঝতে পারতো সে গাঁয়ের আচার ব্যবহার কিরকম। কাঁথার ভেতর আঁকা থাকতো নানারকম ফুল, মন্দির ইত্যাদি। দেখা গেলো এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে কোন অতিথি অথবা কুটুম এসেছে, সংগে তার বিছানা কাঁথাপত্র। সেই অতিথি যখন তাঁর বিছানাটি খুললেন তখন সকলে দেখলেন সেই কাঁথাতে নক্সা করা আছে বড় বড় পদ্ম ফুল, সুন্দর সুন্দর মন্দির। তার মানে করে নিতে হবে যে, ঐ অতিথির গাঁয়ে অনেক পদ্ম পুকুর এবং ভালো ভালো মন্দির আছে।





কারণ, মেয়েরা চারদিকে যা দেখতে পেত তাই তারা কাঁথার ওপর সেলাই করার চেষ্টা করত। এক এক কাঁথাতে এক এক রকম নক্সা দেখে বলা যেত গাঁয়ের অবস্থা। কয়েক বছর আগে ভারতের এক প্রদর্শনীতে বাংলা দেশের কাঁথা প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু সে কাঁথাখানি তৈরী করেছিলেন

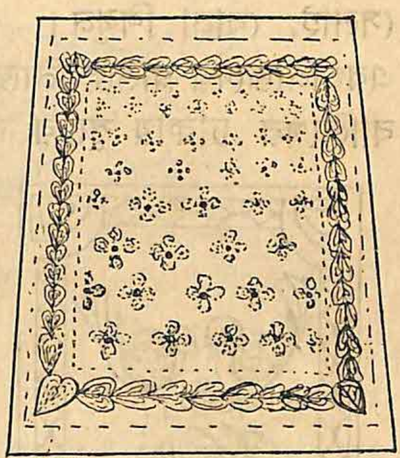
যিনি, তিনি একশত বছর আগে তৈরী করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, এখন আর কেউ ভালো কাঁথা তৈরী করার চেষ্টা করেন না। আর আমার মনে হয় ভালো কাঁথা তৈরী করতে পারেন না।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভারতের মধ্যে একটি দেশ আছে, সেই দেশের নাম কাশ্‌মীর। সেখানে এখনও ঐ ধরনের সেলাই করে ফুল, পাতা, নদী, মন্দিরের, নক্সা তোলার রীতির চল আছে। কাশ্‌মীরের মেয়ে, বৌরা এবং পুরুষেরাও সকলে মিলে গরম কাপড়, সিল্কের কাপড়ের ওপর নানা রকমের সুতো দিয়ে ভালো ভালো নক্সা তৈরী করে দেশ-বিদেশে চালান দেয় এবং সেখানকার লোকেরা খুব আদর করে অনেক দাম দিয়ে ঐ সব জিনিষ অর্থাৎ আলোয়ান, মাথায় বাঁধা রুমাল, গায়ের কাপড় কেনে।

বাংলা দেশের মেয়েদের, সিল্কের অথবা গরম কাপড় জোগাড় করা খুব শক্ত ব্যাপার। কিন্তু আমাদের পরা পুরনো কাপড় দিয়ে তৈরী করতে পারি সেই আগের দিনের মত সুন্দর কাঁথা, গায়ের চাদর।

এখন শুনুন কেমন করে খুব সহজে কাঁথাতে নক্সা তোলা যায় সেই কথা বলি। আপনারা কাঁথা পাততে জানেন নিশ্চই ? প্রথমে যেমন করে কাঁথা পাততে হয় তেমন করে পাতুন। তারপর বড় বড় সেলাই দিয়ে কাঁথাটি জুড়ে নিন। দেখবেন কাঁথাটি যেন খুব পুরু না হয়। এবার আপনার পছন্দ মত সুন্দর পাতা এবং ফুল জোগাড় করুন। একটি একটি করে পাতা নিন। ১নং ছবির মত কাঁথার একপাশ থেকে বসাতে আরম্ভ করুন।

একটি পাতা নিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঁথার উপর ধরুন। সেই পাতার চার পাশ ধরে সেলাই করে দিন। এমনি করে কাঁথার চারপাশে সব পাতাগুলো বসিয়ে দিন। এবার পাতার ধারে ধারে কালো সুতো দিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই করুন। পরের লাইনটা হলুদ সুতো দিয়ে সেলাই করুন। তার ভিতরের লাইনটা সবুজ সুতো দিন। শেষের ফাঁকটুকু লাল রংয়ের সুতো দিয়ে ঐ পাতার মত করে সেলাই করুন। ফুলগুলি বসাবেন বেশ সুন্দর করে। এবং ফুলের রং দেবেন গোলাপী, মাঝখানে খয়েরি। কাঁথাটি



৩নং

শেষ হলে মাদুরের ওপর পেতে দিয়ে দেখুন কত সুন্দর কাঁথা আপনি তৈরী করেছেন (৩নং)। যদি মন দিয়ে সত্যি একটি নিখুত কাঁথা আপনি তৈরী করতে পারেন তা হলে হয়ত আপনিও একদিন কোন প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেতে পারেন। না পেলেও দুঃখ নেই, আপনার বাড়ীতে যারা আসবেন তাঁদের এই কাঁথা দিয়ে বিছানা করে দিয়ে আপনি নিজেই খুব আনন্দ পাবেন।

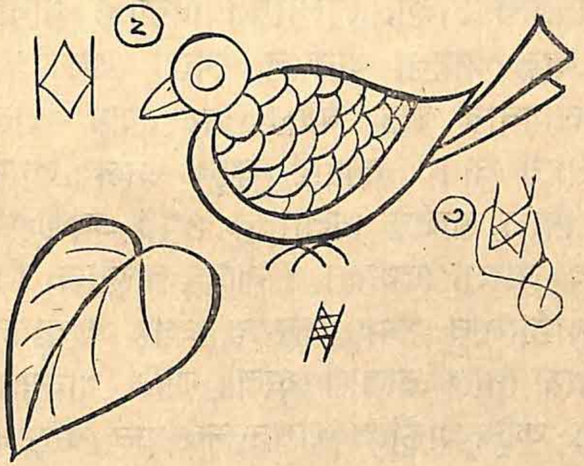
বালিশের ঢাকার কাজ

হাতের কাজ শিখুন। ঘরের কাজের অবসরে কিছু সেলাই, বোনা শিখুন। ছোট ছেলেদের জামা, ইজের এবং নিজেদের ব্লাউজ নিজেরা করুন। আজ আপনাদের বালিশের ঢাকায় সুচের কাজ কি করে করতে হয় তা বলছি। আপনাদের পরণের পুরোনো সাদা কাপড় কিছুটা নিন। কাপড়টা চারভাঁজ করে বালিশের মাপে কেটে নিন। যেমন করে আপনারা কাঁথা করেন তেমন করে চারপাশ মুড়ে সেলাই করে নিন। তারপর ১নং ছবির মত চারপাশে


১

সোজা লাইন কাটুন। মাঝখানে ২নং ছবির পিছনে পেন্সিল ঘসে কালো করে নিন। এবার কাপড়টার ওপরে ছবিটা পেতে ছবির লাইনের ওপর পেন্সিল ঘোরান। সব লাইনের ওপর ঘোরানো শেষ হলে ছবিটা তুলে ফেলুন। দেখবেন কাপড়ের ওপর পাখী আর পাতার ছাপ পড়েছে। এইবার নীল সুতো দিয়ে পাখীর লাইনগুলো সেলাই করুন। ভাল সেলাই দেবেন। ভাল সেলাই কেমন করে দিতে হয় তা ৩নং ছবিতে দেখানো হলো। পাখীর ঠোঁট, পা আর চোখ লাল সুতো দিয়ে সেলাই করবেন। ডানাগুলো সবুজ সুতো দেবেন। পাতাও সবুজ

সুতো দিয়ে করবেন। ধারের লাইন কালো সুতো দিয়ে উল্টো বকেয়া দেবেন। মাঝখানে চোখুপিগুলো লাল সুতো দিয়ে মাঝের কাটা সেলাই দেবেন।



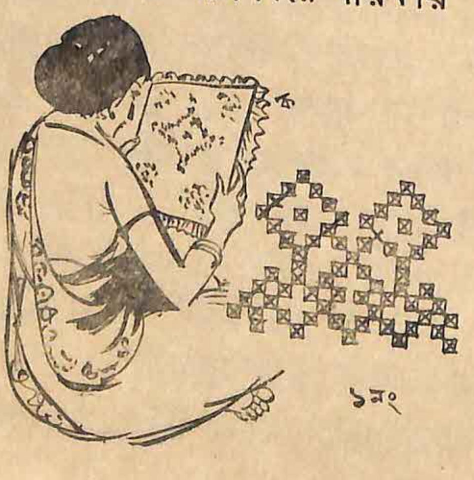
বাড়ীতে লোকজন এলে অথবা বিয়ে, মুখে ভাতের দিনে, এমনি কাজ করা বালিশ বিছানা দিয়ে ঘর সাজালে দেখতে খুব ভালো লাগে। আর যিনি এভাবে সাজাবেন তিনি সুখ্যাতিও পাবেন। অথচ এতে খরচ কিছুই নেই।

ছেঁড়া মশারির আয়না ও গ্লাস ঢাকা

আয়নার ঢাকা, গেলাসের ঢাকা ও খাবারের থালা ঢাকা। ঘরে আয়না থাকলে তাতে একটি ঢাক্না না থাকলে আয়নার কাঁচ ময়লা হয়ে যায় আর দেখতেও ভালো লাগে না। জামাই কুটুম এলে তাদের সামনে জল ধরে দিলে, জলের গেলাসের ওপর একটি ঢাকনা দিয়ে দিলে খুব ভালো দেখায়। কুটুম বাড়ীতে কিছু খাবার জিনিস পাঠানোর সময়, হাতের কাজ করা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে নিয়ে গেলে রাস্তার ধূলো বালি খাবারে পড়বে না এবং এতে কুটুম বাড়ীতে আপনাদের মান বেড়ে যাবে।

এখন কথা হচ্ছে,—ঢাকনা তৈরী করবেন কি জিনিস দিয়ে এবং কেমন করে?

সেই কথাটিই আমি আপনাদের বলতে বসেছি। ঐ ঢাকা তৈরী করতে কোন জিনিস কিনতে হবে না। আপনারা মশারী ব্যবহার করেন নিশ্চয়ই? এই ছেঁড়া মশারি কেচে নীল দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। মশারির যে



১নং

জায়গাটি ভালো আছে সেখানটি চৌকো করে কেটে আপনার আয়নার মাপের মত করে নিন। চারপাশ সেলাই করে মুড়ে নিন। এবার পাড়ের সুতো দিয়ে এক নম্বর ছবির নক্সাটির মত

ঐ মশারির টুকরোটির ওপর সেলাই করে তুলুন। লাল, সবুজ, নীল সুতো দিয়ে নক্সাটি তুলবেন। মাঝখানের ফুলটি লাল সুতো দিয়ে সেলাই করবেন। পাশের পাতা দুটি সবুজ সুতো দিয়ে সেলাই করবেন। পাশের ফুলদুটি হলদে সুতো দিয়ে করবেন আর ফুলগুলির মাঝখানে কালো সুতোর ফুট্‌কি দেবেন। নক্সা তোলা হয়ে গেলে পাতলা সাদা কাপড় সরু করে কেটে পাশ মুড়ে ঐ নক্সা কাটা ঢাকনির চারপাশে কুচি দিয়ে বসিয়ে দেবেন। একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সেলাইর ফোঁড় তুলবেন কাটাকাটি ভাবে। এক নম্বর ছবির ক'দেখুন। এটি হলো আয়নার ঢাকা। এবার গেলাসের ঢাক্‌না। গেলাসের ঢাকা করার সময়ে মশারির কাপড়টি ছোট এবং গোল করে কেটে নেবেন। ধারগুলো মুড়ে সেলাই করে নিন। তারপর দু'নম্বর ছবির নক্সাটি তুলুন। এই নক্সাটির পাশের দাগগুলি কালো দিয়ে করবেন তারপর লাল দেবেন। লালের পরে হল্‌দ রং দেবেন। ফুলতোলা হয়ে গেলে ঢাকনাটির চার-পাশে কতকগুলি পুঁতি সুতোয় গেঁথে ঝুলিয়ে দিন। যদি কাঁচের পুঁতি জোগাড় করতে না পারেন তাহলে কুঁচফল সুচে গেঁথে পাশে ঝুলিয়ে দেবেন। দু'নম্বর ছবির 'ক' দেখুন।



২নং

বাকী থাকলো খাবারের থালা ঢাকনা। খাবারের

থালার ঢাকনা তৈরী করতে হলে গোল আকারের করতে পারেন আবার চৌকো আকারেরও করতে পারেন। যেরকম আপনার পছন্দ সেই রকম করতে পারেন। যাহোক কাপড়টি কেটে চারপাশ মুড়ে তিন নম্বর ছবির নক্সাটি তুলুন। তারপর তিন নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত করে, দশ-বারোটি পুঁতি অথবা কুঁচফল সুচে গেঁথে চার আঙ্গুল পরপর ঝুলিয়ে দিন। এই ঢাকনিগুলি তৈরী করতে এমন



কিছু কষ্ট হয়না এবং দামী জিনিসও লাগে না। ছেঁড়া আর পুরোনো জিনিস দিয়েই তৈরী করা যায়। অথচ তৈরী করার পরে এগুলি দেখলে বোঝাই যাবেনা যে এগুলি ছেঁড়া পুরনো জিনিস দিয়ে তৈরী। এছাড়া আপনারা যদি নতুন চিকন, মানে, মশারির কাপড় কিনে আর গোলা সুতো দিয়ে তৈরী করেন তাহলে এগুলি বিক্রী করতে পারেন। গাঁয়ের মধ্যে যাঁরা একটু টাকা পয়সার মালিক তাঁদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে বায়না নিয়ে এই ঢাকনিগুলি তৈরী করে দিতে পারেন। শুধু যে কাপড়ের ঢাকনি করা যায় তা নয়। গোলার সুতো আর ক্রুশ কাটা দিয়ে গেলাসের, আয়নার, আর খাবারের ঢাকনি তৈরী করা যায়। পরের বারে ক্রুশের ঢাকনি বোনার কথা আমি বলবো।

চিকণের জামা

এবার আপনাদের চিকণের কাজ শেখাবো। গরম পড়ে গেছে, এখন চিকণের জামা খুব আরাম লাগবে। শুধু চিকণের জামা কেন,—বালিশের ঢাকা, জলের গেলাসের ঢাকা, আয়নার ঢাকা ইত্যাদি করা যায়।

আগে আমি বলব চিকণের জামার কথা। এতে লাগবে এক গজ সাদা কাপড়, দুই লাচি সাদা সুতো এবং দুই লাচি লাল সুতো। অথবা আপনারা পছন্দ মত খয়েরি, লাল, হলুদ এইসব রংয়ের সুতো নিতে পারেন।

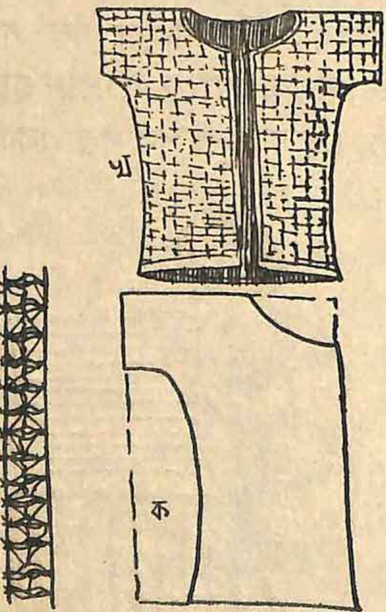
প্রথমে কাপড়টির ধার থেকে দুই আঙুল পর পর একটি করে সুতো তুলুন। এক দিকের সুতো তোলা হয়ে গেলে বিপরীত দিকে, আগের মত, দুই আঙুল পর পর একটি করে সুতো তুলে নিন। এক নম্বর ছবি দেখুন। এবার যেখান থেকে একটি সুতো তুলেছিলেন সেখান থেকে পরপর ছটি সুতো তুলে ফেলুন। এমনি করে সব লাইন থেকে ছটি করে সুতো তুলবেন। এক নম্বর ছবির 'ক' দেখুন।—দেখে মনে হবে যেন সারা কাপড়ে বরফির মত চৌকো খোপ পড়েছে।



১নং

এবার সুচে সুতো ভরে, ঐ সুতো তোলার ধারে ধারে পাঁচটি

করে টানা সুতো এক সাথে গলিয়ে একটি ফোঁড় তুলুন। এমনিভাবে পাঁচটি করে সুতো নিয়ে পরপর শেলাই করে যান। একদিকের হয়ে গেলে অন্য দিকের ফোঁড় তুলতে আরম্ভ করবেন। সারা কাপড়টির ভিতরে এই কাজ হবে— এক নম্বর ছবির 'খ' দেখুন। সুতো তোলার দুই ধারেই এমনি করে সেলাই করতে হবে। এবার লাল রংয়ের সুতোর দুই তা এক সাথে সুচে ভরে ঐ ভাগ করা সুতোর মাঝখানে একটি করে প্যাঁচ দিয়ে ধারের কাছে ফোঁড় তুলুন। আবার আর একটি সুতোর ভাগের মাঝখানে একটি প্যাঁচ দিয়ে বিপরীত দিকে ফোঁড় তুলুন। কেমন করে প্যাঁচ দিয়ে দুপাশে সেলাই করতে হবে সেটি দু'নম্বর ছবিতে



২ নং

দেখানো হলো। আপনারা একটু মন দিয়ে দেখলে এবং চেষ্টা করলে সেলাইয়ের ফোঁড় এবং প্যাঁচ ধরতে পারবেন। সারা কাপড়টিতে চিকনের কাজ করা হয়ে গেলে ওটি চার ভাঁজ করুন। এবার দু'নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত ঐ কাপড়টিতে একটি পেন্সিল দিয়ে দাগ দিন। তারপর কাঁচি দিয়ে ঐ দাগে দাগে কেটে ফেলুন। ছয়টি দু আঙুল চওড়া খানিকটা লম্বা কাপড় কেটে রাখুন। কাটা হয়ে গেলে একটি পটি নিয়ে গলায় বসিয়ে সেলাই করে মুড়ে দিন। হাতের পটি বসানো হয়ে গেলে জামার দুটো পাশ

এক সাথে সেলাই করে নিন। তারপর বুকের দিকে মাঝখানে কাটা দুইদিকে পটি বসিয়ে সেলাই করে দিন। দু নম্বর ছবির 'খ' দেখুন। এরপরে জামার তলার দিকটা মুড়ে সেলাই করে দিন।

এখন কথা হচ্ছে, কেমন করে আপনারা নিজের গায়ের মাপ মত জামা কাটবেন? এই জামা কাটার একটি মোটামুটি মাপ আছে সেই মাপ মত জামা কাটতে হয়। কিন্তু সেই মাপ জানতে হলে আপনাদের কিছু অঙ্ক জানা দরকার। আপাতত সে সব জানা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি আপনাদের সহজ পথ বলে দিচ্ছি। আপনাদের ঘরে দু একটি জামা আছে নিশ্চয়েই? সেই জামাটি চার ভাঁজ করা কাপড়ের ওপর রেখে তার মাপে মাপে পেন্সিলের দাগ



দিন। তারপর সেই দাগে দাগে কাঁচি দিয়ে কেটে নেবেন। তাহলে সেলাই করার পর জামাটি মোটামুটি আপনার গা'য়ের মাপ মত হবে। তিন নম্বর ছবি দেখুন। জামাটি যেন ফুল জুড়ে তৈরী করা হয়েছে। এই জামা করে আপনি আপনার ছেলেমেয়েদের পরাতে পারবেন।

চটের ব্যাগ

সংসারে জিনিস পত্র রাখার জন্য, অথবা এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে দু'চার দিনের জন্যে বেড়াতে গেলে দু'এক খানি কাপড় এবং কিছু দরকারি খুচরো জিনিষ পুঁটলি করে নিয়ে যাই আমরা। কিন্তু পুঁটলি করে নিয়ে গেলে রাস্তায় বড় খারাপ দেখতে লাগে। তাই আমি বলছি—আমরা যদি চট দিয়ে নক্সা ব্যাগ তৈরী করি নিই, তাহলে আর পুঁটলি করে জিনিস পত্র নিতে হয় না। এইসব জিনিষপত্র নেওয়া ও রাখার জন্যে সুন্দর সুন্দর ব্যাগ হাতে তৈরী করুন।

দু হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া একখানি চট লাগবে। ছেঁড়া কাপড়ের পাড় লাগবে চার পাঁচটি। ধুতি কাপড়ের সরু পাড়ের পাশে যে সাদা শক্ত সুতো থাকে, সেই সুতো লাগবে খানিকটা।

প্রথমে চটটি চার পাশ মুড়ে সেলাই করে নিন। তারপর সবুজ পাড়ের সুতো তুলুন। একটি মোটা আসন বোনা সুচ দরকার।



চটের ঘর গুনে এর ফোঁড় তুলতে হয়। চারটি 'তা' নিয়ে একটি ঘর হয়। এক নম্বর ছবিতে চটের ঘর এঁকে দিলাম, দেখুন।

প্রথমে সুচে সুতো ভরে একটি গিঁট দিন। তারপর চটের পিছন দিক থেকে ফোঁড় তুলুন। এক নম্বর ছবির 'ক' দেখুন। এবার এক নম্বর ছবির 'খ'য়ের মত চটের দু'টো

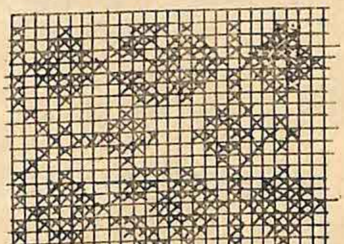
তা নিয়ে আড়াআড়ি ভাবে একটি ফোঁড় তুলুন। আবার, বিপরীত দিক থেকে ক্রশের মত করে। একটি ফোঁড় তুলুন ফোঁড়টি দেখতে হবে কাটাকাটি মত। এমনি করে দু'নম্বর ছবির নক্সা অনুযায়ী ঘর গুনে গুনে ফোঁড় তুলুন। প্রথম লাইন সবুজ রংয়ের সুতো দিয়ে সেলাই করবেন। সেলাইগুলি এমনি হবে,—

প্রথম লাইন—

প্রথম তিন ঘর সবুজ সুতো দিয়ে তিন ঘর বুনুন। এক ঘর বাদ দিয়ে আবার তিন ঘর বুনুন। তারপর পাঁচ ঘর বাদ দিন, আবার তিন ঘর সবুজ সুতো দিয়ে বুনুন। এমনি করে প্রথম লাইন শেষ করুন।

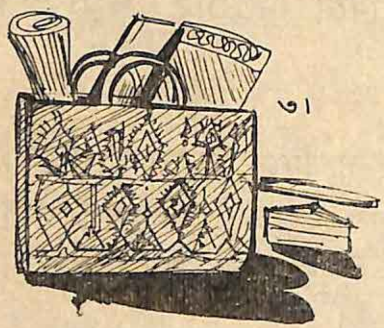
দ্বিতীয় লাইন,—

প্রথম তিন ঘর বাদ দিয়ে এক ঘর লাল সুতো দিয়ে বুনুন। তিন ঘর বাদ দিন। একটি বড় সবুজ তুলুন। তিন ঘর বাদ দিন। এক ঘর লাল তুলুন। সারা লাইনটি এই রকম করে ফোঁড় তুলতে হবে। দু'নম্বর ছবিতে যেখানে তীর চিহ্ন দেওয়া আছে সেগুলো লাল সুতো দিয়ে সেলাই করতে হবে, যেখানে গোল চিহ্ন দেওয়া নক্সাগুলো আছে সেগুলো হলুদ সুতো দিয়ে সেলাই করতে হবে। যে

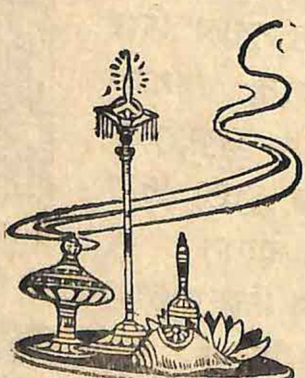


নক্সাগুলোতে চৌকো চিহ্ন দেওয়া আছে সেগুলো সবুজ সুতো দিয়ে সেলাই করতে হবে। এমনি করে সারা চটে নক্সা তুলবেন। সারা চটে ঐ ফুল নক্সা তোলা হয়ে গেলে, সাদা

সুতো দিয়ে ফাঁকা জায়গাগুলি ভরাট করে ফেলবেন। ভরাট হয়ে গেলে চটটি উল্টো করে সেলাই করে দু পাশ জুড়ে দেবেন। তারপর আলাদা দু'টুকরো চার আঙুল চওড়া এবং এক মুঠো লম্বা চট নিন। ঐ চট দুটো মুড়ে সেলাই করে ব্যাগের মাথার দিকে, তিন নম্বর ছবির মত দু দিকে বসিয়ে দেবেন। দেখবেন এর ভিতর আপনি অনেক টুকিটাকি জিনিষ নিতে পারবেন। কোথাও যেতে গেলে দু একখানি কাপড়ও নিতে পারবেন। এই ব্যাগগুলি ঠিক মত করতে পারলে দেখতে খুব সুন্দর হয়।



৩।



পাড়ের সুতোর চটের আসন

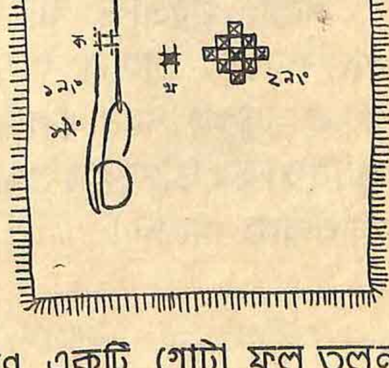
এবার বলছি,—ছেঁড়া কাপড়ের পাড় দিয়ে, কেমন করে সুন্দর সুন্দর বসার আসন করা যায়।

দুপুরবেলা যখন খুব একটা কাজ থাকে না, তখন পাড়ের সুতো দিয়ে চটের ওপর সুন্দর সুন্দর আসন তৈরী করতে পারেন। এই আসনে আগে লাল, হলুদ, কালো সুতো দিয়ে ফুল পাতার নক্সা করবেন। তারপর সাদা সুতো দিয়ে ভরাট করবেন।

এইবার দেখুন কেমন করে আসনের ফোঁড় তুলতে হয়।

একটা মোটা আসন বোনা সুচ কিনে নেবেন। যে কোন মুদীর দোকানে পাবেন। দাম খুব কম—৫।৬ পয়সা হবে।

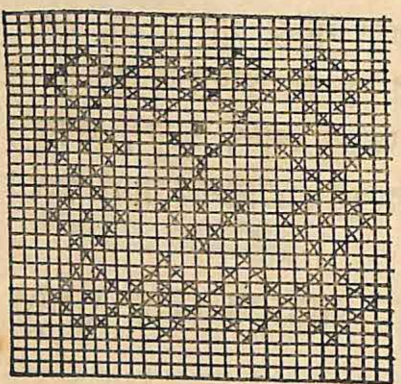
সুচে মোটা করে সুতো ভরে নিন। ১নং ছবির মত একটি চটের থোপ গুণে নিন। (চারটে তারে একটি থোপ হয়)। 'ক'য়ের ছবির মত একটি ফোঁড় তুলুন। তারপর 'খ'য়ের ছবির মত আর এক মাপে একটি ফোঁড় তুলুন। সুতোটা কাটাকুটি-ভাবে পড়বে। এমনি করে



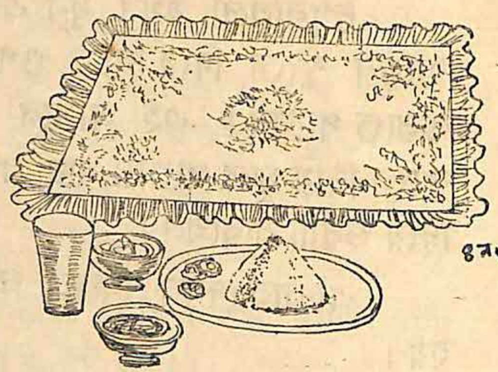
২নং ছবির মত ঘর গুণে গুণে একটি গোটা ফুল তুলুন।

৩নং ছবি দেখুন। সারা চটের ওপর মানানসই করে ফুল তুলুন। তারপর ৪নং ছবির মত সাদা সুতো দিয়ে ভরাট করুন।

বাড়ীতে জামাই কুটুম এলে যখন ভাত দেবেন তখন কিসে বসতে দেবেন সে এক ভাবনার কথা। অনেকে



৩নং



৪নং

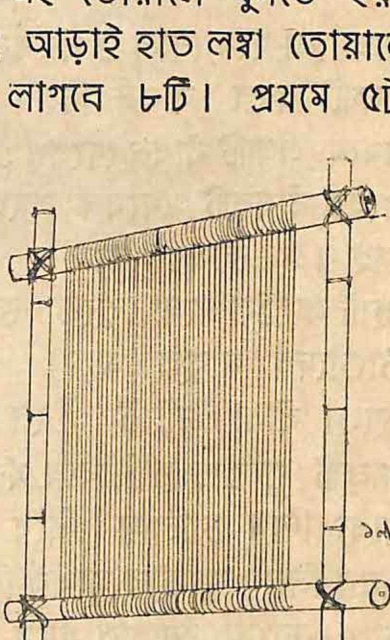
ভালো পিঁড়ি অথবা চটাইয়ের আসনে বসতে দেন। কিন্তু ভালো পিঁড়ি অনেকগুলো যোগাড় করা বড়ই সমস্যা। চটাইয়ের আসনে বাড়ীর লোকদের বসতে দেয়া যায়, কিন্তু জামাই কুটুমদের দিলে খুব ভালো দেখায় না। এবং বেশী দিন টেকেও না।

গরীব মহিলারা যদি এই চটের আসন বেশী করে করতে পারেন, তাহলে পাড়ার অন্য বৌ মেয়েদের কাছে বিক্রী করে কিছু পয়সা উপায়ও করতে পারেন। এবং যদি কিছু বিক্রী হয় তখন খুব সস্তা দরে সুতো দিয়ে এই আসন তৈরী করতে পারেন।

হাতে বোনা তোয়ালে

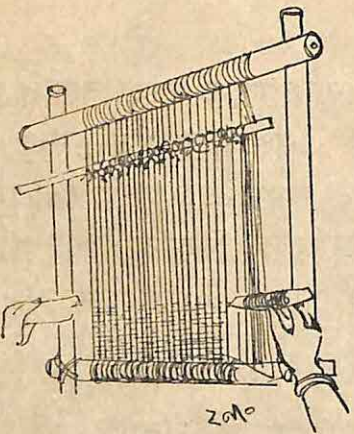
এবার আপনাদের হাতে বোনা তোয়ালের কথা বলছি। তোয়ালে মানে এক রকম গামোছা এবং বালিশের ঢাকা। বাড়ীতে জামাই, কুটুম এলে চানের সময় এই হাতে বোনা তোয়ালে দিলে ভালো দেখায়। আবার বিছানা পাতার সময়ে মাথার বালিশে এই তোয়ালে ঢাকা দিলে বিছানার বাহার খুব বেড়ে যায়।

এবার শুনুন কেমন করে এই তোয়ালে বুনতে হয়। একটি দেড় হাত চাওড়া এবং আড়াই হাত লম্বা তোয়ালে বুনতে ছেঁড়া কাপড়ের পাড় লাগবে ৮টি। প্রথমে ৫টা করে স্মুতো নিয়ে পাড় থেকে স্মুতোগুলো খুলে নিন। তারপর কতকগুলো কাঠিতে স্মুতোগুলো জড়িয়ে রাখুন। আপনাদের ঘরের পাশে যে কোন ঘেরা এবং চাল ছাওয়া জায়গায় দু'টো তিন হাত লম্বা বাঁশ পুঁতে নিন। ঐ বাঁশ দু'টোর মাথার দিকে একটি সরু তল্‌লা বাঁশ বাঁধুন। ঐ মাপের আর

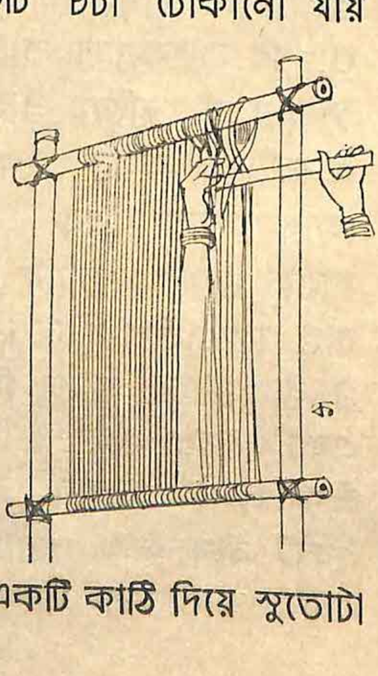


একটি বাঁশ নিয়ে তলার দিকে বাঁধুন। ১নং ছবির মত এবার স্মুতোগুলো বাঁশের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে টানা দিন।

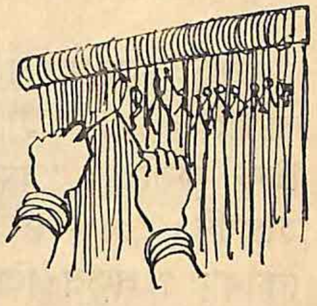
২নং ছবি দেখুন। এমন করে টানা দেবেন যেন দুদিকেই দু'পর্দা সুতো থাকে। দেড় হাত আন্দাজ টানা দেবেন।



তারপর সামনের দিকের সুতোর একটি তা বাদ দিয়ে পিছন দিকের এক তা সুতো সামনের দিকে আনুন। একটি পাতলা চটার ওপর তুলুন। দেখবেন চটাটি যেন খুব ভাল করে চাঁছা থাকে। এক নম্বর ছবির 'ক' দেখুন। এবার চার আঙ্গুল মাপে কিছু সুতো পাকিয়ে নিন। পাকানো হয়ে গেলে ঐ বাঁশের ওপর টানা দেয়া সুতোগুলোকে একটি করে বাঁধন দিন। দু'নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত। প্রথমে একটি বাঁধন দেবেন ঐ সুতোর গায়ে বেশ শক্ত করে। পরের বাঁধনটি দেবেন যাতে একটি চটা ঢোকানো যায় সেই রকম জায়গা রেখে। একটি ছোট কাঠির মধ্যে সুতো জড়ান, তাঁতীদের মাকুর মত। এবার সুতো বাঁধা চটাটি টেনে ধরে মাকুটি সুতোর দু'দিকের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বার করে নিন। সুতোর মুখের দিকটা টানা দেওয়া সুতোর সাথে বেঁধে নিন। আবার মাকুটা একটি প্যাঁচ দিয়ে ঐ ফাঁকের মধ্যে গলিয়ে দিন। তারপর আর একটি কাঠি দিয়ে সুতোটা

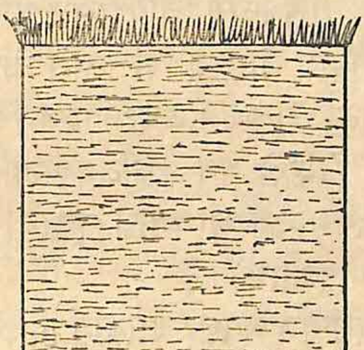


বসিয়ে দিন। এমনি করে বুনতে থাকুন। আড়াই হাত বোনা হয়ে গেলে মাকুর সুতোটি ভালো করে বেঁধে দিন। এবার একটি ধারালো ছুরি দিয়ে বাঁশের মাথার দিকের টানা দেওয়া সুতোগুলো কেটে নিন। এমনি করে নীচের সুতোগুলো কেটে তোয়ালেটি নামিয়ে আনুন। ৩নং ছবির মত। তোয়ালের খোলা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে গিঁট দিন। দেখুন, কি



ক

চমৎকার তোয়ালে বুনে ফেলেছেন আপনি। যদি আপনার



৩নং

নানা রংয়ের পাড় থাকে তাহলে সেগুলো মানান মত সাজিয়ে টানা দেবেন।

ঘর সাজানোর টুকি টাকি

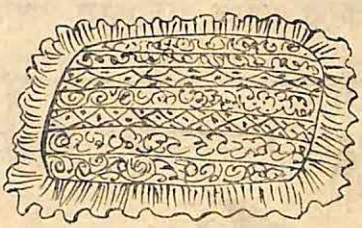
নতুন বছর এলো। আপনারা ঘর দোর নতুন করে সাজাবেন না? হ্যাঁ,—সকলেই চায় নতুন বছরে নতুন কিছু করতে। যেমন ঘরের সাজ, ছেলে মেয়েদের পোষাক ইত্যাদি। কিন্তু চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। পয়সা কোথায়? নতুন কিছু করতে গেলে টাকা পয়সা চাই। আমি বলি কি ঘরের পুরনো জিনিস দিয়েই নতুন কিছু তৈরী করুন যেমন,—পুরনো কাপড় দিয়ে বাক্সের ঢাকা। ছেঁড়া কাপড়ের পাড় দিয়ে বালিশের ঢাকা। পাটের দড়ি রং করে তাই দিয়ে বাঁশের আলনার ঝালর দিন। হাঁড়ি কলসীতে আলপনা আঁকুন। এবং এইসব দিয়ে ঘর সাজান। ঘরটিকে ঝেড়ে পুঁছে ঐ সব জিনিষগুলো বেশ ভালো করে সাজিয়ে দিন। দেখবেন আপনার পুরনো ঘর-দোর বিছানা কেমন ঝকঝকে দেখাচ্ছে।

এখন শুনুন কেমন করে বাক্সের ঢাকা তৈরী করতে হয় বলছি। প্রথমে বাক্সোর ওপরটা, মানে ডালাটা, মেপে নিয়ে



সেই মাপ মত একটি কাপড়ের টুক্‌রো কাটুন। তারপর বাক্সের উঁচুটা মেপে নিন। সেই মাপ মত একটি লম্বা কাপড় কেটে নিন। এক নম্বর ছবির মত ঐ লম্বা কাপড়টি যেন বাক্সোটির চার দিকে ঘের হয়। এবার ওপরের ঢাকনির কাপড়ের

সাথে পাশের ঘেরের কাপড়টি সেলাই করে দিন। এক নম্বর ছবির 'ক' দেখুন। ঘেরের চারিদিক সেলাই হয়ে গেলে একটি দু আঙুল মত চওড়া কাপড় কেটে নিয়ে তলার দিকটি মুড়ে সেলাই করুন। সেলাই হয়ে গেলে আগের তৈরী ঢাকার তলায় কুচিয়ে বসিয়ে দিন, এক নম্বর ছবির 'খ' দেখুন। এই পুরনো কাপড়ের ঢাকনিটি আপনি বাক্সের ওপর পরিয়ে দিন,—দেখবেন আপনার পুরনো বাক্সোটি কেমন নতুন হয়ে গেছে।



এবার শুনুন বালিশের ঢাকার কথা বলি। দুটো পাড় যোগাড় করুন। আপনার পছন্দ মত কাপড়ের পাড় নেবেন। সেই পাড় দুটি একহাত লম্বা করে সব একমাপের মত কেটে নিন। তারপর সেই পাড়গুলি পাশাপাশি জুড়ে সেলাই করুন। এক মুঠো চওড়া হয়ে গেলে আর পাড় জোড়া দেবেন না। এবার একটি লম্বা পাড় নিয়ে ঐ বালিশের ঢাকাটির চারপাশে কুচিয়ে বসিয়ে দিন। বালিশের ওপর ঢাকা দিন দেখুন কেমন সুন্দর ঝালর দেওয়া বালিশের ঢাকা হয়েছে।

এবার বাঁশের আলনার ঝালরের কথা বলছি। বেশ ভালো সাদা দেখে পাট নিন খানিকটা। ঐ পাটগুলি একটি চিরুনী দিয়ে বেশ ভালো করে আঁচড়ে পরিষ্কার করে জট্ ছাড়িয়ে নিন। তারপর ঐ গুলি কালো, লাল, হলুদ রং করে নিন। হলুদ বাটা দিয়ে হল্‌দে রং, আল্‌তা দিয়ে লাল রং আর ভূষো দিয়ে কালো রং করবেন। পাটগুলি

শুকিয়ে গেলে এক 'তা' লাল এক 'তা' হলদে এবং আর এক 'তা' কালো পাট নিয়ে বেশ শক্ত করে পাক দিন। ভালো পাকানো হয়ে গেলে বাঁশের দুদিকে বেশ করে বেঁধে আড়ার সাথে বেঁধে দিন। তারপর দুদিকে



আবার তিন রংয়ের তিন রংয়ের তিন 'তা' পাট নিয়ে পাকিয়ে তলায় একটি কড়ি বেঁধে দিন। এমনি করে একদিকে তিনটি করে পাকানো পাটে কড়ি বেঁধে দুদিকে ঝুলিয়ে দিন। দু'নম্বর ছবি দেখুন। আপনার বাঁশের আলনার চেহারাটাই পালটে গেছে।

এবার বলি হাঁড়ি-কলসীর আল্‌পনার কথা। তিন নম্বর ছবিতে একটি আল্‌পনার নক্সা এঁকে দিলাম। আপনারা ঐ নক্সা অনুযায়ী আল্‌পনা আঁকুন হাঁড়ির কলসীর গায়ে। প্রথমে একটি কাঁচি দিয়ে নক্‌সাটি কেটে নিন। তার-পর কাগজটির উল্টো দিকে পেন্সিল ঘষে নিন। এবার ঐ কাগজটি পেন্সিল দিয়ে নক্সার দাগে দাগে বুলিয়ে যান। বেশ জোরে চাপ দিয়ে



৩নং

বোলাবেন। তাহলে হাঁড়ির গায়ে ঐ নক্সাটির ছাপ পড়ে যাবে। এরপর একটি তুলোর তুলি দিয়ে চালের গুঁড়োর পিটুলি

দিয়ে আল্পনা দিন। পিটুলিটি লাল, হলুদ রং করে নেবেন। তা হলে দেখতে আরো ভালো লাগবে। এবার এই হাঁড়িতে সংসারের জিনিসপত্র রেখে একটির পর আর একটি থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখবেন। দেখতে সত্যি খুব ভালো লাগবে। এই সব টুকিটাকি জিনিস দিয়ে ঘর দোর সাজালে আপনার পুরনো ঘর নতুন হয়ে উঠবে। দুটি ছোট ঘটে আল্পনা দিয়ে দোরের পাশে রেখে দিলে ঘরের শোভা দূর থেকেও সুন্দর লাগবে।

পূজায় ঘর সাজান

পূজা এসে গেলো। সকলেই এই সময়ে ঘর দোর সাজানো গোছানোর দিকে মন দিয়েছে। কারণ পূজার সময়ে সকলের বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম আসবে। তা ছাড়া বাঙ্গালীদের এই পূজাটির জন্যে আমরা সারা বছর ধরে নানা জিনিষ জোগাড় করে রাখি। গেরসত বাড়ীর বৌ-ঝিয়েরা ঘরদোর ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করে। ঘরের সামনের উঠানটি নিকিয়ে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করে রাখে। জামা কাপড়গুলি কেচে পরিষ্কার করে রাখে। আপনারাও নিশ্চয়ই ঐ রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছেন আপনাদের ঘরদোর? আপনাদের ঐ পরিষ্কার ঘরদোর গুলি নানা টুকিটাকি হাতের তৈরী জিনিষ দিয়ে সাজানোর কথা বলব আমি।

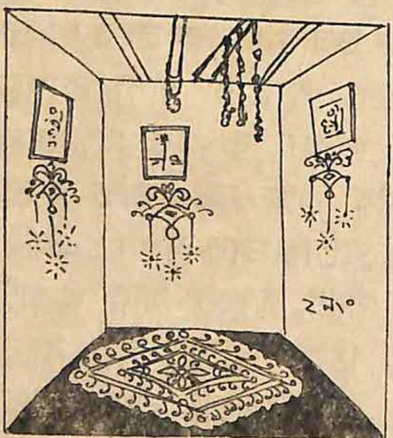
প্রথমেই ভাবা যাক্, বাঁশের আড়ার কথা। বাঁশের আড়া থেকে যদি একটি দুটি ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তবে ঘরটির সৌন্দর্য বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু রোজ রোজ ফুল এনে বাঁশের আড়ায় বাঁধবে কে? অথচ গাছের ফুল দু'একদিনের বেশী থাকেনা। শুকিয়ে যায়। আগে আমি আপনাদের কাগজের ফুল তৈরীর কথা বলেছিলাম, আজ আমি আপনাদের আবার বলছি, যে গাছের ফুলের মালা না করে কাপড়ের ফুলের মালা তৈরী করে ঘর সাজান। আপনারা অনেকেই রঙিন কাপড় পরেন নিশ্চয়ই? সেই কাপড় ছিঁড়ে গেলে ধুয়ে পাট করে তুলে রাখেন,

কাঁথা করার জন্যে আবার সময়ে অসময়ের দরকারের জন্যে। সেই ছেঁড়া কাপড় থেকে কিছু কিছু টুক্‌রো নিয়ে এই নকল ফুলের মালা তৈরী করুন। লাল, হলুদ, সবুজ ও সাদা কাপড় লাগবে কয়েক টুক্‌রো। একটি সুচে বেশ লম্বা সুতো ভরুন। এবার ঐ কাপড় থেকে দু আঙুল চওড়া করে ফালি কাটুন। এবার ঐ সুচে খুব ছোট ছোট কুঁচি দিয়ে এক সুচ ভর্তি কাপড় ভরান। এক নম্বর ছবির মত করে। এক সুচ ভর্তি হলে সুতোর মধ্যে কাপড় ভরে দিন। এবার এক নম্বর ছবির 'ক'য়ের মত করে কাপড়টি একটি প্যাঁচ দিয়ে আবার এক সুচ ভর্তি করে কুঁচানো কাপড় নিন। তারপর সুতোয় ভরে দিন। এমনি করে দু আঙুল মত গাঁথা হয়ে গেলে আবার আর একটি আলাদা রংয়ের কাপড় নিয়ে ঠিক আগের মত করে গাঁথুন। রংগুলো পরপর সবুজ আবার সাদা, এমনি করে বেশ লম্বা এক একটি মালা তৈরী করুন। তৈরী হয়ে গেলে আপনার ঘরের আড়ার সাথে ঝুলিয়ে দিন। এক নম্বর ছবির 'খ' দেখুন। এতো গেলো আড়ার কথা। এর আগে আমি আপনাদের নানা ধরণের ছবি পুতুল ইত্যাদি তৈরী করার নিয়ম শিখিয়েছি। এবার ঐ ধরণের



ছবি আপনার ঘরের চার দেওয়ালে চারখানি ছবি ঝুলিয়ে দিন। তারপর ছবির নীচে পাশের আঁকা নক্সার মত করে

ছোট ছোট আল্‌পনা এঁকে দিন, চালের পিটুলি দিয়ে। দেয়ালের কথা হ'ল। এবার ঘরের মেঝের কথা বলি। ঘরের মেঝেটি বেশ ভালে করে গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিন। তার-পর শুকিয়ে গেলে ঐ চালের পিটুলি দিয়ে ঘরের মাঝখানে একটি আল্‌পনা দিন। চৌকাঠেও বেশ সরু করে আল্‌পনা আঁকুন। দোরের কাছে আপনাদের হাতের তৈরী নারকেল দড়ির পাপোষ পেতে দিন। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই আগে পাপোষ তৈরী করার নিয়ম বলেছি। এবার বিছানার কথা বলি। ঘরের তক্তাপোষের উপর একটি সুন্দর হাতে তৈরী চাদর পেতে রাখুন। এই



চাদর তৈরী করার কথাও আপনাদের বলছি। সেই ছেঁড়া



কাপড়ের পাড় জুড়ে অথবা পুরনো কাপড়ের ওপর রঙিন সুতো দিয়ে ফুল পাতার নক্সা করা চাদরের কথা দেখবেন, আপনার ঘর কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

বয়স্ক-শিক্ষা সিরিজের পুস্তকাবলী ও চার্ট

আসুন পড়ুন চার্ট (ছয়টি চার্ট ও ছয়টি লেখার অনুশীলন)	৬·০০ টা
আসুন পড়ুন (প্রাইমার)	০·৮০ পঃ
আসুন শেখান (শিক্ষক সহায়ক)	০·৭৫ পঃ
আসুন গুণুন	০·৫০ পঃ
আনন্দর সংসার ১ম পুস্তক	০·৪০ পঃ
আনন্দর সংসার ২য় পুস্তক	০·৪০ পঃ
আনন্দর সংসার—৩য় পুস্তক	০·৪০ পঃ
আনন্দর সংসার—৪র্থ পুস্তক	০·৪০ পঃ
মুরগী পালন	১·০০ টাঃ
আমাদের দেহ	০·৮০ পঃ
জন শিক্ষা প্রকাশন	৪·০০ টাঃ
সুখী সমাজ—বিজ্ঞান ভিক্ষু	০·৫০ পঃ
বর্ণ পরিচয় থেকে মহাকাশ জয়	০·২০ পঃ
ভারত আমার দেশ	১·২৫ পঃ
আমরাই সরকার	১·২৫ পঃ
ভারতের সংবিধান	২·০০ টাঃ
সমাজ শিক্ষার লেখা	১·০০ পঃ
পুতুল নাচ	২·০০ টাঃ
মেয়েদের লেখা পড়া (প্রথম ভাগ)	১·২৫ পঃ
মেয়েদের লেখা পড়া (দ্বিতীয় ভাগ)	০·৭৫ পঃ
হাতের কাজ করে আয় করুন	১·৭৫ পঃ
আপনি সাজুন ঘর সাজান	১·৫০ পঃ
ঘরণী	১·০০ টাঃ
কৃষক সাক্ষরতা (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায়)	
"চলতি জগৎ" (স্বল্প ও সদ্য সাক্ষরদের পাক্ষিক পত্রিকা) সডাক বার্ষিক	২·৫০ পঃ
ফ্লাশ কার্ড সেট (প্রতি সেট)	৫·০০ টাঃ

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ

১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫ ৩১৫৯